দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..12 OCT 2005...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

গ্রেড পয়েন্ট ও বিভাগের বৈষম্য দূর করার দাবি

ঢাকা কলেজের সামনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ : আহত ৫০

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ গ্রেড পয়েন্ট ও বিভাগের বৈষম্য দূর করার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশের ১২ জন সদস্যসহ অন্তত অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে আড়াই ঘন্টা ধরে রাজধানীতে ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় এ সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে দ্বিমুখী সংঘর্ষে নীলক্ষেত মোড় থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় পর্যন্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিরপুর সড়কে ২০/৩০টি গাড়ি ভাঙচুর করেছে। পুলিশ প্রায় অর্ধশত রাউন্ড টিয়ার গ্যাস শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে দুপুর আড়াইটার দিকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে।

ছাত্র বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের কারণে রাজধানীর ব্যস্ততম মিরপুর সড়কে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় নীলক্ষেত মোড় থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি, আসাদ গেট, পলাশী, আলিমপুর, এলিফ্যান্ট রোড ও ধানমন্ডির বিভিন্ন রাস্তাসহ আশপাশের এলাকায় ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের কারণে নিউমার্কেট, গ্লোব শপিং মল, গাউছিয়া মার্কেট, চাঁদনী চক, নীলক্ষেত বই মার্কেটসহ ওই এলাকার প্রায় সব মার্কেট ও শপিং মল বন্ধ হয়ে যায়।

আন্দোলনরত সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

সংঘর্ষ : পুলিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা জানায়, চলতি বছরের ২ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে জিপিএ গ্রেড পয়েন্ট ২-কে তৃতীয় বিভাগের সমমান দেয়া হয়। ২০০১ সালে এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের সময় থেকে এ নিয়ম বলবৎ করা হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার আগে ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জিপিএ গ্রেড পয়েন্ট ২-কে দ্বিতীয় বিভাগের সমমান ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। জুন মাসে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এসব শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপাকে পড়বে বলে আন্দোলনকারীরা জানায়। গত জুন মাস থেকেই রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সিভিল রাইটস স্টুডেন্টস মুভমেন্টের ব্যানারে এ প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নীলক্ষেত মোড় থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় পর্যন্ত সড়ক অবরোধের ঘোষণা দেয় আন্দোলনকারীরা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকার বাইরে টঙ্গী কলেজ, নারায়ণগঞ্জের তুলারাম কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী ঢাকা কলেজে এসে জড়ো হয়। বেলা ১১টার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে তারা মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় নিউমার্কেট থানা পুলিশ শিক্ষার্থীদের বাধা দেয়। এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে সড়ক থেকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধে যায়। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় ওপর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও নীলক্ষেত মোড়ে বাসসহ বিভিন্ন গাড়ি আটকা পড়ে।

এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাস্তার দুই পাশে আটকা পড়া গাড়ি ভাঙচুর শুরু করলে পুলিশও লাঠিচার্জ শুরু করে। ছাত্ররা রাস্তার দুই পাশে ২০ থেকে ৩০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। তারা যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে জোর করে যাত্রীদের নামিয়ে অনেক বাস ভাঙচুর করে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও ধাওয়া খেয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নায়েম গলি, নীলক্ষেত বই মার্কেট গলিতে অবস্থান নিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। পুলিশও পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এর জবাব দেয়। এতে পুরো বাংলা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্রদের ইটের আঘাতে নিউমার্কেট থানার ওসি কামরুল ইসলামসহ অন্তত ১২ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তাদের পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। দুপুর ১টার দিকে ছাত্রদের ইটের আঘাতে টিকতে না পেরে পুলিশ পিছু হটে নিরাপদে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা আবারও ঢাকা কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। ছাত্র বিক্ষোভের কারণে দীর্ঘক্ষণ ওই এলাকার মার্কেটগুলো বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ী ও দোকান কর্মচারীরাও ছাত্রদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা দুপুর দেড়টার পর আবারও গাড়ি ভাঙচুর শুরু করলে পুলিশও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পুলিশ ছাত্রদের উদ্দেশে টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঢাকা কলেজের ভেতর, নায়েম গলি ও আশপাশের এলাকায় প্রায় ৫০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ ও রাবার বুলেট মেরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দুপুর আড়াইটার দিকে ২ শতাধিক পুলিশ ঢাকা কলেজ ও আশপাশের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে মিরপুর সড়কে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করে।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস শেলের আঘাতে আন্দোলনকারী প্রায় ৪০ ছাত্র আহত হয়েছে বলে আন্দোলনকারী ছাত্ররা দাবি করেছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ সিভিল রাইটস স্টুডেন্ট মুভমেন্টের সভাপতি কাজী আনিসুর রহমান, শফিকুর, রিজভী, জুবায়ের, আলিম, রাফায়েল, সুমন, ইমরান, আকির, জসিম, সালেহীন ও তুষারকে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে বলে আন্দোলনকারী ছাত্ররা জানায়।